কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউস মাস্টার
নুরুন্নাহার

হাউস টিউটর
মুহসিনা আক্তার

হাউস এন্ডার
মো. আরেফিন ফাহিম

হাউস প্রিফেক্ট
মো. আব্দুল্লাহ আল মঈন

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান– ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এই হাউসের প্রথম নাম ছিল 'জিন্নাহ হাউস'। স্বাধীনতার পর হাউসটির নামকরণ করা হয় '১ নম্বর হাউস' এবং পরবর্তীকালে প্রতিভাবান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কুদরত-ই-খুদার নামে নামকরণ করা হয় হাউসটির। নানা ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের স্বর্ণালি স্মৃতি ধারণ করে সকলের প্রতি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই হাউসটি। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত বর্গাকৃতির দ্বিতল এই হাউসটির সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। হাউসটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান এবং হাউসের পেছনে রয়েছে একটি পেয়ারা বাগান। দেয়ালে শোভাবর্ধন করছে ড. কুদরত-ই-খুদার সুদৃশ্য ম্যুরাল। শৃঙ্খলা ও সহমর্মিতার এক অপরূপ সমন্বয় কুদরত-ই-খুদা হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন 'হাউস মাস্টার' ও একজন 'হাউস টিউটর'। এ ছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছে একজন মেট্রনসহ ১১ জন স্টাফ। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে রয়েছে ১০ জন ছাত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের সফলতার রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র এবং জেএসসি পরীক্ষায় এই হাউসের সকল ছাত্রই জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ ছাড়া কলেজের আন্তঃহাউস বানান প্রতিযোগিতা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্ররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন ২০১৬ সালে রানার আপ ও ২০১৭ সালে পুনরায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় টানা সপ্তমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আন্তঃহাউস ফুটবল টুর্নামেন্টে পর পর ১০ বার ও আন্তঃহাউস ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পর পর ৩ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান হয়ে থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।

জয়নুল আবেদিন হাউস

হাউস মাস্টার
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান

হাউস টিউটর
নার্গিস জাহান কনক

হাউস এন্ডার
মুস্তফা মুশফিক

হাউস প্রিফেক্ট
রাশেদ সরদার

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ হলো 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হলো জয়নুল আবেদিন হাউস। ১৯৬১ সালের ১মে 'আইয়ুব হাউস' নামে এ হাউসটির যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, বাংলাদেশের মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নামানুসারে এ হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'জয়নুল আবেদিন হাউস'।

হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও মনোরম। লাল সিরামিক ইটের তৈরি দোতলা এ হাউসটির সবুজ-শ্যামল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। হাউসটির দেয়ালের শোভাবর্ধন করছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সম্প্রতিভ ম্যুরাল। হাউসটির অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির একটি অপরূপ মোহনীয় বাগান। বর্তমানে হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে আটটি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক চারটি বিশেষ কক্ষ। এ ছাড়া এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধাসমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম। এ হাউসে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য হাউসের সাথেই রয়েছে ১০ জন সার্বক্ষণিক কর্মচারী এবং একজন মেট্রন।

শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম সমন্বয় জয়নুল আবেদিন হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিনমাফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। তাই এ হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে। ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের PEC ও JSC পরীক্ষায় এই হাউসের সকল শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে।

সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্রদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৬ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'জয়নুল আবেদিন হাউস' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা ও বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় 'জয়নুল আবেদিন' হাউস। ২০১৭ সালের আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এ হাউসটি। এ ছাড়া জুনিয়র শাখায় সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ভলিবল এবং ইনডোর গেমসের চ্যাম্পিয়ন যথারীতি 'জয়নুল আবেদিন হাউস'।

ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে গভীর হৃদ্যতা, তেমনি রয়েছে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এ হাউসের কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা, এ হাউসের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এবং জয়নুল আবেদিন হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক।

"কর্মভার নব প্রভাতে নব সেবকের হাতে করে যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাব ঘোষণা করে তোমার আহ্বান।"

ফজলুল হক হাউস

হাউস মাস্টার
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

হাউস টিউটর
মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী

হাউস এন্ডার
শাহ্ মো. আশিকুর রহমান

হাউস প্রিফেক্ট
মো. তানবীর রনি

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হাউস ফজলুল হক হাউস। দেশমাতৃকার অমর সন্তান কৃষকবন্ধু, অসাধারণ বাগ্মী শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল ফজলুল হক হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট-বড় ২৮টি রুম, একটি কমনরুম ও সুবিশাল ডাইনিং হল। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এ ছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের জন্য রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ'– এ সংস্কৃত শ্লোকে হাউসের ছাত্ররা মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে।

ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিনমাফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। ২০১৭ সালের আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ফজলুল হক হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক– এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাস্টার
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

হাউস টিউটর
মো. আবু ছালেক

হাউস এন্ডার
মীর আরাফাত বিন রেজা

হাউস প্রিফেক্ট
মো. ফারহান তানভীর

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি বিশেষায়িত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেখানে আবাসিক ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠানের ছয়টি হাউসের মধ্যে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের নামানুসারে রয়েছে নজরুল ইসলাম হাউস। এ হাউসে বর্তমানে নবম-দ্বাদশ শ্রেণির ছেলেরা বসবাস করছে। এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি এবং ইনডোর গেমসের সুবিধাসমৃদ্ধ একটি কমন রুম, প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম, ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে বিভিন্ন নামের কক্ষ। হাউসটির ঠিক মধ্যখানে রয়েছে একটি পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান। হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছে একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। ছাত্রদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ও হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে রয়েছে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রদের মধ্যে যেমন রয়েছে গভীর হৃদ্যতা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। বিদ্রোহী কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হাউসের ছাত্ররা ভোরবেলা পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি কাজই রুটিন মাফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশোনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ, বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, দেয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন, আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হয়। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহীদ শেখ জামাল এ কলেজের ছাত্র থাকাকালে নজরুল ইসলাম হাউসে আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ২০১০ সালে কলেজের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নেহভাজন ছোট ভাইয়ের স্মৃতিবিজড়িত এ হাউস পরিদর্শনে আসেন এবং হাউসের চমৎকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন।

লালন শাহ হাউস

হাউস মাস্টার
মোহাম্মদ নূরন্নবী

হাউস টিউটর
মো. খলিল মিয়া পাঠান

হাউস এন্ডার
মো. ফাহিম উদ্দিন

হাউস প্রিফেক্ট
নাজমুস সাকিব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে লালন শাহ হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের 'মেডিকেল সেন্টার' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি '৩নং হাউস' নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক লালন শাহের নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ হাউস'।

পূর্ব ও পশ্চিমে প্রলম্বিত ও প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। শিক্ষা ভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত ও হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ২৯টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১১০ জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষাসহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই অবস্থান করে এ হাউসে। ছাত্রদের অবস্থানের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিস কক্ষ, কমনরুম, ডাইনিং হল, কিচেন, স্টোর ও স্টাফ রুম। হাউসের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাদের সহায়তায় রয়েছে একজন স্টুয়ার্ড, একজন ওয়ার্ডবয়, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুজন টেবিলবয়, একজন মালি, একজন দারোয়ান ও একজন সুইপার। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে হৃদ্যতা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস বাগান ও পুষ্প প্রদর্শনী ও আন্তঃহাউস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ২০১৭ সালে এ হাউস রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস আজান ও ক্বিরাত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

হাউস মাস্টার
সুদর্শন কুমার সাহা

হাউস টিউটর
মো. খায়রুল আলম

হাউস এস্তার
সামসুদ্দোহা ইমন

হাউস প্রিফেক্ট
তানজিরুল ইসলাম রাফি

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনে ২০মার্চ ২০০৮ সাল থেকে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। এ হাউসের আসন সংখ্যা ৮৮টি। এ হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুজন টেবিলবয়, একজন দারোয়ান, একজন মালি ও একজন সুইপার। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। হাউসের সামনে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলের বাগান ও একটি সুবিশাল মাঠ। পশ্চিমে একটা আমবাগান ও পেয়ারা বাগান। পূর্বে ফুলবাগান এবং পেছনে রয়েছে আরেকটি পেয়ারা বাগান। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায় ও শান্তির আশ্বাস মেলে। পাঁচতলা এ হাউসের বিভিন্ন তলায় রঙিন আলো হাউসের সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ মনোরম পরিবেশ ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ আরো বৃদ্ধি করে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ হাউসের ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের ভালোবাসা ও ভক্তির অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পর পর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এবং ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবং ২০১৭ সালে ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৫ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানারআপ ও ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানারআপ হয়। এভাবে এ হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করে আসছে।